মেহেরপুর পৌরসভা ও ৪ টি ইউনিয়নে ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনী সরঞ্জমাদী হস্তান্তর

আগামীকাল ১৫ জুন মেহেরপুর পৌরসভা ও ৪ টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচনী দায়িত্বরত প্রিজাইডিং কর্মকর্তার কাছে নির্বাচনী সরঞ্জমাদী হস্তান্তর করেছে নির্বাচন কমিশন।

আগামীকাল বুধবার মেহেরপুর পৌরসভা, বারাদি, পিরোজপুর, আমঝুপি ও শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী দায়িত্বরত প্রিজাইডিং কর্মকর্তার কাছে নির্বাচনী সরঞ্জমাদী হস্তান্তর করেছে নির্বাচন কমিশন। মেহেরপুর সরকারী কলেজ মাঠ থেকে নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু আনছার ও রিটার্নিং অফিসার তারেক আহাম্মেদ এসব সরঞ্জাম বিতরণ করেন।

নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু আনছার জানান, মেহেরপুর পৌরসভা ও চারটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন। ইতিমধ্যে আমাদের নির্বাচনী মালামাল বিতরণ শুরু হয়েছে। ৬৩ টা কেন্দ্রে মালামাল পৌঁছে যাবে দুপুরের মধ্যেই। আমরা আশাবাদী একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে এই আশা আমাদের রয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মরতরা জানান, নির্বাচনকে একটি উৎসব মুখর পরিবেশ তৈরী করতে সব ধরনের নিরাপত্তা বলয় তৈরী করা হয়েছে।

মুজিবনগরে প্রাণিসম্পদ

[redacted]

“[redacted]” [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আহমেদ, উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জয়নাল আবেদীন,মুজিবনগর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের এল এফ এ মিঠুন আলী, এল এফ এ হাবিবুর রহমানসহ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।পুরস্কার ও সনদ বিতরণ শেষে মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সাইদুর রহমান পানিসম্পদ প্রদর্শনীর সমাপনী ঘোষণা করেন।

হানিফ উদ্দীনের বারী-৮ উফশী মসুর বীজ সাড়া জাগাচ্ছে

একজন সফল কৃষক ও বীজ উদ্যোক্তা গাংনীর হাড়াভাঙ্গা গ্রামের মো: হানিফ উদ্দীন। তিনি নিবীড় পরশে উৎপাদন করছেন বারী ৮ উফশী জাতের মসুর বীজ।

হানিফ উদ্দীনের উৎপাদিত বারী ৮ উফশী জাতের মসুর বীজ এলাকার চাষীদের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। মো: হানিফ উদ্দীন এলাকার একজন সফল কৃষক। তিনি কলা, গম, ভূট্টা, ধানসহ অন্যান্য চাষ করেন। এরপর শুরু করেছেন মসুর বীজ উৎপাদন ও বিপণন। এখন তিনি মসুর বীজ উৎপাদন ও প্যাকেটজাত করে তা বাজারজাত করছেন। তাঁর উৎপাদিত এ বীজ গাংনী উপজেলার গন্ডি ছাড়িয়ে পাশের জেলা ও উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন প্রতিবছর শুধু ২২ মেট্রিক টন মসুর বীজই উৎপাদন ও বাজারজাত করছেন হানিফ।

হানিফ উদ্দীনের সাথে কথা হয় মেহেরপুর প্রতিদিনের। তিনি বলেন, আমি কৃষকের সন্তান। ছোট বেলা থেকেই আমি কৃষি কাজকে পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম । প্রথম থেকেই আমি ধান, গম, ভূট্টা, কলাসহ অন্যান্য চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়ি। চাষ করতে গিয়ে ভালো বীজের সংকট দেখতে পাই। বাজারে ভালো বীজের সংকট দেখে হানিফ উদ্দীনের মাথায় প্রশ্ন জাগে, সরকার ও বিভিন্ন কোম্পানি যে বীজ বিক্রি করে, তা কোথা থেকে আসে।

প্রায় ১৫ বছর আগে কৃষি অফিসের আইপিএম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদনের আইডিয়া পাই। এরপর ১০ বছর যাবৎ বিভিন্ন বীজের উৎপাদন

শুরু করি ২০১৭ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে বীজ উৎপাদনের কথা চিন্তা করি। যেই চিন্তা, সেই কাজ। শুরু করি মসুরী বীজ উৎপাদন। প্রথমবারই ভালো বীজ উৎপাদন করি। দেখি বাজারে বীজের চাহিদা ও দাম দুটোই ভাল। প্রথমবারেই লাভ হয় ।
গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস ও স্থানীয় উপসহকারী কৃষি অফিসারের কাছে জানতে পারেন কীভাবে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করা যায়, কীভাবে বীজ উৎপাদনের লাইসেন্স পাওয়া যায়, সেসব বিষয়। এরপর নিজের অভিজ্ঞতা ও কৃষি বিভাগের পরামর্শে শুরু করেন বীজ উৎপাদন।

হানিফ উদ্দীন বলেন, ‘বীজ উৎপাদনের পর তা আমার নিজের বাড়িতে রেখে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিক্রি শুরু করি। কৃষকও তাঁর বীজ ব্যবহার করে ভালো ফলন পেতে শুরু করেন।’

গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের ফরিদ হোসেন হানিফ উদ্দীনের প্যাকেটজাত বীজ কিনে প্রথম মসুর চাষ করেন। তিনি বলেন এই বীজ গুণগত মানে অতুলনীয়। শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বীজ অঙ্কুরিত হয়। এছাড়া ফলনও ভাল।তিনি বলেন, এখন আমার এলাকার কৃষক মতিয়ার রহমান, ডালিম হোসেনসহ ৭/৮ জন কৃষক হানিফ উদ্দীনের বীজ কিনে জমিতে বুনছেন।

হানিফ উদ্দীনের নিজ গ্রামের কৃষক আবু সালেহ বলেন, ‘তার কাছ থেকে বীজ নিয়ে কখনো ঠকিনি। তিনি বলেন, আমরা তাকে সব সময় কাছে পাই। বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে সে আমাদের সহায়তা করে। কিছু বাকিতেও বীজ-কীটনাশক কেনা যায়।’

জোড়পুকুরিয়া গ্রামের কৃষক আবুল কালাম আজাদ জানান, হানিফ উদ্দীনের বীজের গুনগত মান অত্যন্ত ভাল। এখন এলাকার মানুষের কাছে তার বীজের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তার বীজ খুঁজছেন।

বামন্দীর বীজের ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম জানান, আমি বিভিন্ন কোম্পানীর বিভিন্ন ফসলের বীজ বিক্রি করে থাকি।কয়েক বছর যাবৎ হানিফ উদ্দীনের মসুর বীজ বিক্রি করছি। এই বীজটির মান ভাল হওয়ায় মসুরী চাষীদের মাঝে এখন চাজহদা বাড়ছে। কৃষকদের মাঝে মসুর বীজের সুনাম এখন ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের এলাকায়ও।

বর্তমানে হানিফ উদ্দীন নিজেই গড়ে তুলেছেন বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। সরকারীভাবে দেওয়া প্যাকেট জাত বীজ বিক্রি করেন সে। তাই এখন আর তাঁর উৎপাদিত বীজ অন্য কোনো প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে নিতে হচ্ছে না। চলতি মৌসুমে বারী ২৮ উফশী জাতের মসুর বীজ ২২ মন ভিত্তি বীজ তিনি বিপণন করেছেন।

হাড়াভাঙ্গা ব্লকের উপসহকারী কমিউনিটি কৃষি অফিসার মফিউল ইসলাম ডিকেন বলেন, কৃষক হানিফ উদ্দীন খুব ভাল মানের চাষী ও বীজ উদ্যোক্তা। যে কোনো বিষয়েই তিনি কৃষি অফিসের স্বরণাপন্ন হন তিনি।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মোছা. লাভলী খাতুন বলেন, মোঃ হানিফ উদ্দিন এ উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা ব্লকের গ্রামের একজন পরিশ্রমী ও সফল এসএমই কৃষক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে হাড়াভাঙ্গা ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। তিনি সবসময় নতুনজাত চাষে ও প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত বারি মসুর- ১৭ একটি প্রদর্শনী স্থাপন করেন। বর্তমানে হানিফ উদ্দীন একজন সফল কৃষকের পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তাও। ব্যক্তি উদ্যোগে কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের তেমন নজির এখানে নেই। অথচ হানিফ উদ্দীন বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি নিজের উদ্যোগে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রও তৈরি করেছেন। কৃষক থেকে বীজ উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার এ নজির সত্যিই অনন্য।

স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ইতিবৃত্ত

১৯৯৯ সালে প্রাক–সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষার মাধ্যমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সূত্রপাত হয়। ২০০৫ সালে সমীক্ষা শেষে পরের বছর ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়।

এর মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে এতে মোট ব্যয় ধরা হয় ৮ হাজার ৫৮৮ কোটি টাকা। ২০০৫ সালের ১৯ অক্টোবর ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। তবে তখনকার সরকার ডিপিপি অনুমোদন করে যেতে পারেনি। এরপর বিশদ নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে ২০০৭ সালে দরপত্র আহ্বান করেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ওই বছর আগস্টে পদ্মা সেতু নির্মাণে একটি ডিপিপি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের

কানাডার টরন্টোর এক আদালত জানান, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত প্রমাণ পাননি তাঁরা।

২০১৬, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে আরও তিন দফা ডিপিপি সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে ২০১৬ সালের সংশোধনীতে ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৩০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। এখন পর্যন্ত সেই ব্যয়ের পরিমাণই বহাল আছে।

২০০১ সালের ৪ জুলাই পদ্মা সেতু নির্মাণে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের ৭ ডিসেম্বর।

এরপর প্রথমবার ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিয়ারের ওপর বসানো হয় ‘৭ এ’ স্প্যানটি। এটি বসানো হয় সেতুর জাজিরা প্রান্তে। সর্বশেষ ৪১ নম্বর স্প্যান (স্প্যান ২-এফ) বসে ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর ১২ ও ১৩ নম্বর পিলারের ওপর। এর মাধ্যমে দৃশ্যমান হয় সেতুর পুরো ৬ হাজার ১৫০ মিটার। আর প্রায় সূচনার দুই দশক পর আগামী ২৫ জুন চালু হতে যাচ্ছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু।

সূত্র: বাংলা নিউজ ২৪

কুষ্টিয়ায় ছাদ থেকে লাফ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীর আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ায় দ্বিতীয় তলা ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে মাসুদ রানা তমাল(১৬) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের কাটাইখানা মোড় সমবায় মার্কেট-২ এর দ্বিতীয় তলা ভবন থেকে লাফ দিলে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মাসুদ রানা তমালের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এলাকায়। সে আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক তুহিন আহমেদের ছেলে ও আলমডাঙ্গা পাইলট মডেল

হাইস্কুল থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার।

স্থানীয়রা জানান, হঠাৎ করে একটা শব্দ হয়। পরে আমরা দেখতে পাই সমবায় মার্কেটের নিচে একটি ছেলে ছাদ থেকে পড়েছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি তার চোখে একটি মাস্ক বাধা। তার নাকে রক্ত ছিল। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ছেলেটি হয়তো আত্মহত্যা করেছে।

নিহতের বাবা তুহিন বলেন, গতকাল বিকেলে আলমডাঙ্গা থেকে আমার স্ত্রী ও মেয়েকে সঙ্গে করে বোনের বাড়ি এসেছি। আর আমার ছেলে আলমডাঙ্গায় বাড়িতে ছিল। আজ সকালে পারিবারিক কাজে বোনের পরিবার ও আমরা মেহেরপুর যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা গাংনী এলাকায় পৌঁছালে আমার মোবাইলে কল দেয় একজন পুলিশ। তারপর এসে দেখি মর্গে আমার ছেলের মরদেহ।

কুষ্টিয়া মডেল থানার (ওসি) সাব্বিরুল আলম জানান, তমালের পরিবার কাছ থেকে জানতে পেরেছি। এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল তার। আলমডাঙ্গা থেকে তার বন্ধুদের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় এসেছিল সে। আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে শহরের কাটাইখানা মোড়ের সমবায় মার্কেট-২এর দ্বিতীয় তলা ভবন থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এঘটনায় তমালের সঙ্গে থাকা তার বন্ধুদের খোঁজে পাওয়া যায়নি। পরিবার বা কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত করে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এদিকে তমালের আত্মহত্যার কারণ জানাতে পারেনি পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কে নিয়ে কটুক্তি ও কু- রুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ধর্মপ্রাণ মুসলমান।

ভারতের (ক্ষমতাসীন দল) বিজেপি নেতা নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দাল কর্তৃক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) সম্পর্কে কু- রুচিপূর্ন মন্তব্যের প্রতিবাদে সোমবার এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলটি আলমডাঙ্গার পৌর শহরের পশুর হাট জামে মসজিদ হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে স্বাধীনতা স্তম্ভে সমাবেশ করে বক্তব্য রাখেন ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

সমাবেশের আয়োজন করে” ইসলামি আন্দোলন” আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখা। এতে, অংশ নেয় উপজেলার বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন ও সর্বস্তরের মুসলমানেরা।

ঘণ্টাব্যাপী সমাবেশে বক্তারা বলেন, নুপুর শর্মা ও নবীন জান্দালকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে ফাঁসি নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ও ডাক দেন। এছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগ দাবী করেন ও প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব সহজেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে.. নিখিল

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাঈনুল হোসেন খাঁন নিখিল বলেছেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব সহজেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

কারণ অসহায় মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, বিপদগ্রস্থ মানুষ ছুটে আসে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে। সেই রাজনৈতিক নেতা যদি সেই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যদি তার কল্যাণে কাজ করে তাহলে সে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জন করল। আর যিনি ওই মানুষটির সুযোগ গ্রহণ করলেন তিনি জাহান্নামী হয়ে গেলেন।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আয়োজনে সোমবার বিকেলে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ১৫ ই জুন পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার মেয়র প্রার্থী মাহফুজুর রহমান রিটনের বিজয় নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্বাচনী কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, আজকের এই সমাবেশে আপনাদের এই উপস্থিতি জানান দেয় মাহফুজুর রহমান রিটন একটি সৎ ও নিষ্ঠাবান ছেলে। রিটন খারাপ পথে ছিলো না। রিটন মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি আস্থা নিয়ে আপনাদের কাছে দ্বিতীয়বারের মতো মাহফুজুর রহমান রিটনকে পাঠিয়েছেন।

আমি বিশ্বাস করি আমি আওয়াজ শুনেছি রিকশাচালক, ভ্যান চালক, দিনমজুর, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সকলের কাছে। তারা এক বাক্যে বলেছে রিটন ভালো ছেলে।

করোনা মহামারীর সময় যখন আপন সন্তান পাশে নেই, আত্মীয় স্বজন যখন পাশে নেই, ঠিক সেই সময়ে খাবার প্রয়োজনে খাবার নিয়ে, অক্সিজেনের প্রয়োজনে অক্সিজেন নিয়ে ছুটে গিয়েছেন এই মাহফুজুর রহমান রিটন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনাদের জন্য একটি চারা গাছ পাঠিয়েছে। এই রিটন নামের চারা গাছটি আজ থেকে পাঁচ বছর আগেও আপনাদের মাঝে পাঠিয়েছিলো নৌকা প্রতীক দিয়ে। যেটি আস্তে আস্তে বড় হবে, পাতা বাড়বে, ডালপালা বাড়বে এবং মেহেরপুরের সকলকে ছায়া প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী খুব আস্থা নিয়ে এবং বিশ্বাস করে এই পবিত্র মেহেরপুরের মাটিতে রিটনকে পাঠিয়েছে।

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের সভাপতিত্বে কর্মীসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক এ্যাড. ড. শামীম আল সাইফুল সোহাগ। সম্মানিত অতিথি ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য মোঃ নবী নেওয়াজ, মোঃ আনোয়ার হোসেন।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মাসুদ, ইঞ্জিনিয়ার মোক্তার হোসেন চৌধুরী কামাল, মোঃ তারিক আল মামুন, সদস্য এম জাহাঙ্গীর আলম, জেমস স্বপন মল্লিক, মোঃ জাকিরুল ইসলাম, জুবায়ের আহমেদ সাব্বির, বেলাল হোসেন, হুমায়ুন সুলতান, আব্দুল্লাহ রানা,

মাগুরা জেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ফজলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দার, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খ.ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল সহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ

আবারো খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি’র কার্যালয়ের সোমবার সাড়ে দশটার সময় মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) সভাপতিত্বে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় রেঞ্জ ডিআইজি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ রাখতে পুলিশ সুপারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে সজাগ থাকা এবং অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা ধারণ করে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি আহব্বান জানান।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় তদন্ত ও অপরাধ দমন কর্মকান্ড পর্যালোচনায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ জেলা এবং খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম মনোনিত হয়। খুলনা রেঞ্জের রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ উদ্দিন, বিপিএম(বার) নিকট হতে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বিপিএম-সেবা শ্রেষ্ঠ জেলার পুরস্কার এবং সদর থানা চুয়াডাঙ্গা’র এসআই(নিঃ) মোঃ আশিকুল ইসলাম খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ এসআই পুরস্কার লাভ করেন। এ সময় পুলিশ সুপার রেঞ্জ ডিআইজি নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ জেলার স্বীকৃতি পেয়ে সম্মানিত ইন্সপেক্টর জেনারেল ড. বেনজীর আহমেদ, বিপিএম(বার), খুলনা রেঞ্জ ডিআইজি ড. খঃ মহিদ

উদ্দিন, বিপিএম(বার), চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল পদমর্যাদার অফিসার-ফোর্সদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসীর সহযোগীতা কামনা করেন।

ইতোপূর্বে মার্চ ২০২২ ও সেপ্টেম্বর ২০২১ মাসে শ্রেষ্ঠ জেলা এবং নভেম্বর ২০১৯ মাসের মাসিক কনফারেন্সে জেলার আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতিতে বিশেষ অবদান রাখায় খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার খুলনা রেঞ্জের শ্রেষ্ঠ পুলিশ সুপারের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিআইজি (এ্যাডমিন এন্ড ফিন্যান্স)এ কে এম নাহিদুল ইসলাম, বিপিএম। অতিরিক্ত ডিআইজি (অপারেশনস্ এন্ড ক্রাইম) নজরুল ইসলাম, বিপিএম, পিপিএম সহ খুলনা রেঞ্জ ও রেঞ্জ কার্যালয়ের অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন, খুলনা রেঞ্জের ১০টি জেলার পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারগন, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ঠিকাদারের বিরুদ্ধে রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

দামুড়হুদাতে নিম্নমানের ইট ও মাটিযুক্ত বালু ব্যবহারের রাস্তা নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে।
এ উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের মোড় বন্দর বাজারে জায়গা থেকে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজে চলছে।

নিম্নমানের ইট দিয়ে রাস্তা তড়িঘড়ি কাজ করায় স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। এ সড়কের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তারা।

স্থানীয়রা জানান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সামনে থেকে বড় মসজিদ মূল রাস্তা পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব

পান অহেদ মিয়া নামের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণের শুরু থেকেই রাস্তায় নিম্নমানের ইট ব্যবহারের চেষ্টা করেন ঠিকাদার। এর প্রতিবাদে গ্রামবাসী বাধা দেন। ওই সময় নির্মাণ সংশ্লিষ্টরা নিম্নমানের ইট ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দিলে রাস্তার কাজ পূনরায় শুরু হয়।

শুরুর কয়েক দিন পর আবারও নিম্নমানের ইট আনতে দেখে গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। পরে তারা রাস্তা নির্মাণে বাধা দিলেও স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবে কাজ চালিয়ে নেয়া হয়। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভ দেখা দেয়।

নাম না প্রকাশ করার শর্তে তাদের অনেকে বলেন, দুই কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে খুবই নিম্নমানের ইট ব্যবহার হচ্ছে। যা কোনো নাম্বারের মধ্যেই পড়ে না। রাস্তার নিচে ভাঙা ইট ব্যবহার করা হয়েছে। বালু দেয়া হচ্ছে কম। ইটের মান এতই নিম্নমানের যে এক-দুই হাত উঁচু থেকে ফেললেই ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে যায়।

স্থানীয় চেয়ারম্যান কামাল উদ্দীন জানান, নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই নিম্নমানের ইট ও পরিমাণমতো বালু না দিয়ে রাস্তাটি নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তায় এক নাম্বার ইট দেওয়ার কথা থাকলেও, দেওয়া হচ্ছে নাম্বারবিহীন ইট। বালিতে মেশানো হচ্ছে মাটি। যে পরিমাণ বালি দেওয়ার কথা, তার থেকে অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। এভাবে রাস্তা নির্মাণ করা হলে, তা বেশি দিন টিকবে না।

এ বিষয় জানতে ঠিকাদার অহেদ মিয়ার সাথে কথা বলা হলে তিনি জানান রাস্তা নির্মাণে কোনো রকম অনিয়ম হচ্ছে না বলে দাবি করে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। কোনো সাংবাদিক লিখলে তাদের দেখে নেওয়ারও হুমকী দেন এই ঠিকাদার।

বিষয়টি তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগমের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় জেলা প্রশাসন চুয়াডাঙ্গা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে জেলা পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমানের সভাপতিত্ব কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন,মাদক দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। দেশের মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর আইন আছে কিন্তু এই আইন প্রয়োগ করে মাদক রোধ করা সম্ভব না। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকমুক্ত দেশ গড়তে হবে।তাই মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিসহ সভা সভাবেশের মাধ্যমে তরুণ সমাজকে মাদকের কুফল সম্পর্কে জানাতে হবে, তাহলেই মাদকমুক্ত সমাজ দেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের অতিরিক্ত পরিচালক পরিতোষ কুমার কুন্ডু,চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শারমিন আক্তার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কার্যালয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যবৃন্দ।